

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সীরাহ

প্রথম খণ্ড

সূচিপত্র

ভূমিকা	১
সীরাহ নিয়ে কিছু কথা	৫
সীরাহর সংজ্ঞা	৫
সীরাহ অধ্যয়ন করার গুরুত্ব	৫
সীরাহশাস্ত্র ও হাদীসশাস্ত্রের পার্থক্য	১৫
প্রাক কথন: নবুওয়াত পূর্ববর্তী আরব	১৮
ইবরাহীমের ﷺ কাহিনি	১৮
যমযম কূপের উদ্ভব	১৮
মক্কায় জনবসতি স্থাপন	২১
মক্কার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস	২২
কুরাইশ বংশের উৎপত্তি	২২
আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্ব লাভ	২৪
আরবের তৎকালীন ধর্মীয় পটভূমি	২৮
আরবে শিকের উদ্ভব	২৮
ইহুদি মতবাদের প্রচলন	২৯
খ্রিস্টধর্মের আগমন	৩১
আসহাবুল উখদুদের গল্প	৩১
আবরাহাের বাহিনী ও হাতির বছর	৩৭
রাসূলুল্লাহর ﷺ আবির্ভাব: শৈশব, পেশা এবং বৈবাহিক জীবন	৪০
রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্ম	৪০
রাসূলুল্লাহর ﷺ নামসমূহ	৪২
শৈশব	৪৩
মেসপালন: সকল নবীর পেশা	৪৭
হিলফুল ফুদুল	৫৩
নবীজির ﷺ বৈবাহিক জীবন	৫৬
খাদিজার ﷺ সাথে বিয়ে	৫৬
খাদিজার ﷺ অনন্যতা	৫৬
নবীজির ﷺ বৈবাহিক জীবন নিয়ে সমালোচনার জবাব	৬১
কাবা পুনর্নির্মাণ	৬৭
শিক্ষা	৬৯

হেরা গুহায় নির্জনাবাস.....	৭২
প্রাক-ইসলামি যুগে তাওহীদের অনুসারীরা	৭৩
যায়িদ ইবন নাওফাল ؓ.....	৭৩
ওয়ারাকাহ ইবন নাওফাল ؓ.....	৭৫
সালমান আল ফারিসী ؓ.....	৭৫
শিক্ষা.....	৮৩

নবুওয়াহ, দাওয়াহ এবং প্রতিশ্রিয়া.....	৮৬
নবুওয়াতপ্রাপ্তি	৮৬
ইকরা: জ্ঞানভিত্তিক এক উম্মাহ.....	৮৮
ওয়াহী: আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ঐশী বাণীর বিভিন্ন রূপ.....	৯১
অগ্রগামী মুসলিমগণ	৯৩
প্রকাশ্য দাওয়াতের শুরু.....	৯৪
ইকরা, কুম, কুম.....	৯৬
প্রকাশ্য দাওয়াতের পর মক্কার প্রতিক্রিয়া	৯৮
ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ.....	৯৯
অপমান.....	৯৯
চরিত্রহননের চেষ্টা	১০১
ইসলামকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা.....	১০৪
আপস এবং সমঝোতা	১০৫
প্রলোভন এবং চ্যালেঞ্জ	১০৬
চাপ প্রয়োগ.....	১০৯
হিংসা-বিদ্বেষ.....	১১১
অত্যাচার-নিপীড়ন.....	১১২
হত্যার পরিকল্পনা.....	১১৪
নবীজির ؐ প্রতিক্রিয়া	১১৫
খাব্বাবের ؓ ঘটনা থেকে শিক্ষা.....	১১৬
কথার লড়াই	১১৭
মক্কার বাইরের লোকেদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা	১১৯
দামাদ আল আযদী: জ্বীন ছাড়াতে এসে ইসলাম গ্রহণ	১১৯
আমর ইবন আবসা ؓ: সত্যের খোঁজে মক্কায়	১২০
আবু যার ؓ: গিফারের বাতিঘর	১২১
আবু যারের ؓ কাহিনি থেকে শিক্ষা:	১২৭
প্রথম হিজরত: আবিসিনিয়া	১২৮

আবিসিনিয়ার হিজরত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়.....	১৩৩
কেন আবিসিনিয়া? ইরাক বা সিরিয়া কেন নয়?.....	১৩৫
আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলিমদের থেকে কী শেখার আছে.....	১৩৬
হিজরতের বিধান	১৩৯
অমুসলিম দেশে বসবাস করার ব্যাপারে বিধান.....	১৩৯
মক্কায় সাহাবীদের ﷺ সাহসিকতার দৃষ্টান্ত.....	১৪০
উসমান ইবন মাযউন ﷺ.....	১৪০
আবু বকর ﷺ.....	১৪২
আবু বকরের ﷺ কাহিনি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়	১৪৩
হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব ﷺ.....	১৪৪
উমার ইবন খাত্তাব ﷺ.....	১৪৬
উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ ইসলাম গ্রহণ থেকে শিক্ষা.....	১৫১
বয়কট	১৫২
বয়কটের অবসান.....	১৫৩
শিক্ষা.....	১৫৫
মু'জিয়া.....	১৫৫
রুকানার সাথে কুস্তি.....	১৫৫
চন্দ্র বিদীর্ণ হলো	১৫৬
সূরা আর রুম	১৫৭
দুঃখের বছর	১৫৯
আল ইসরা ওয়াল মিরাজ: কষ্টের সাথে আছে স্বস্তি	১৬৩
রাসূলুল্লাহর ﷺ বর্ণনায় মিরাজের রাত	১৬৩
আল ইসরা ওয়াল মিরাজের ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়	১৬৯
নবীজির ﷺ জীবনে সবচেয়ে বিষাদময় দিন - আত তাইফ.....	১৭৪
তাইফের ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ.....	১৭৮
নতুন ভূমির সন্ধানে: হিজরত	১৮০
বিভিন্ন গোত্রের প্রতি আহ্বান	১৮০
ইসলামের দুর্গ: আল-আনসার.....	১৮৯
আওস ও খায়রাজের ইসলামে প্রবেশ.....	১৮৯
বাইয়াতের প্রথম শপথ.....	১৯১
আক্কাবার দ্বিতীয় শপথ	১৯৫
কা'ব ইবন মালিক ও বারা ইবন মা'রুরের ঘটনা	১৯৬
বাইয়াতের রাত	১৯৮

বাইয়াত থেকে শিক্ষা	২০৩
ইয়াসরিব হলো মদীনা	২০৬
সাহাবীদের ﷺ হিজরত	২০৬
আবু সালামা ﷺ ও উম্ম সালামা ﷺ	২০৬
উম্মার ﷺ	২০৮
সুহাইব আর রুমী ﷺ	২১১
শিক্ষা	২১২
হিজরতের আহ্বান	২১২
ইসলামে মদীনার তাৎপর্য	২১৪
রাসূলুল্লাহর ﷺ হিজরতের পটভূমি: গুপ্তহত্যার চেষ্টা	২১৬
হিজরতের সিদ্ধান্ত	২১৭
বাসভবন ঘেরাও	২১৮
রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরে	২১৮
মদীনার পথে	২১৯
হলিয়া জারি ও মাথার দাম ঘোষণা	২২১
যাত্রাবিরতি: উম্ম মা'বাদের তাঁবু	২২৩
হিজরত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ	২২৪
হিজরত কী?	২২৪
অর্থনৈতিক উন্নতি	২২৫
সতর্কতার মধ্যমপন্থা	২২৫
মুসলিম নারীদের সাহসী ভূমিকা	২২৬
বন্ধু নির্বাচনের গুরুত্ব	২২৬
গোপনীয়তার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা	২২৭
স্বাবলম্বী হওয়া	২২৯
মদীনার উপকণ্ঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ: নতুন যুগের সূচনা	২৩০
মদীনার আকাশে নতুন চাঁদ: তালা'আল বাদরু 'আলাইনা	২৩১
মদীনার প্রথম দিনগুলো	২৩১
মদীনার আর্থসামাজিক কাঠামো	২৩২
ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা	২৩৫
চারটি প্রজেক্ট	২৩৫
প্রথম প্রজেক্ট: মসজিদ নির্মাণ	২৩৫
মসজিদের জন্য জায়গা নির্বাচন	২৩৫
মসজিদ নির্মাণের ঘটনা থেকে শিক্ষা	

মসজিদের ভূমিকা.....	২৩৭
আযানের সূচনা.....	২৩৮
প্রথম খুতবা.....	২৩৯
আহলুস-সুফফা.....	২৪০
দ্বিতীয় প্রজেক্ট: মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা.....	২৪৩
আনসারদের মর্যাদা.....	২৪৯
তৃতীয় প্রজেক্ট: মদীনার সনদ বা চুক্তিপত্র.....	২৫০
মদীনার সনদ: কিছু পর্যালোচনা.....	২৫১
মক্কার জন্য মুহাজিরদের কাতরতা.....	২৫৫
ইসলামের প্রথম সন্তান.....	২৫৭
ইহুদি পণ্ডিত থেকে মুসলিম: আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ.....	২৫৭
কিবলার পরিবর্তন.....	২৬০
মদীনার অর্থনৈতিক উন্নয়ন.....	২৬৩
আ'ইশার ﷺ সাথে বিয়ে.....	২৬৪
চতুর্থ প্রজেক্ট: মুজাহিদ বাহিনী গঠন.....	২৬৫
জিহাদের সূচনা.....	২৬৫
জিহাদের উদ্দেশ্য.....	২৬৯
মুজাহিদ বাহিনী গঠন.....	২৭৩
সামরিক অভিযানের শুরু: গায়ওয়া ও সারিয়া.....	২৭৭
সারিয়ায়ে নাখলা.....	২৭৮
সারিয়ায়ে নাখলা থেকে পাওয়া শিক্ষা.....	২৮২
অন্যান্য সারিয়া থেকে পাওয়া শিক্ষা.....	২৮৩
বদরের যুদ্ধ.....	২৮৬
পটভূমি.....	২৮৬
মক্কার পরিস্থিতি.....	২৮৭
মদীনার ঘটনাক্রম.....	২৮৮
যুদ্ধের ঘনঘটা.....	২৯০
মুসলিমদের শূরা.....	২৯১
গোপন তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ.....	২৯৩
দুই বাহিনীর পরিসংখ্যান.....	২৯৪
রণক্ষেত্রে অবস্থান.....	২৯৫
আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের বৃষ্টিপাত.....	২৯৬
যুদ্ধের পূর্বরাত্রি.....	২৯৭

অবশ্যম্ভাবী সংঘাত এড়ানোর প্রচেষ্টা.....	২৯৮
উত্তবার ঘটনা থেকে শিক্ষা.....	৩০০
সামরিক কৌশল	৩০২
মুজাহিদদের প্রতি রাসূলুল্লাহর ﷺ উৎসাহ প্রদান	৩০২
যুদ্ধমঞ্চঃ বদর.....	৩০৩
আবু জাহেল: এক ফেরা'উনের জীবনাবসান	৩১০
নিয়তির টানে নিহত: উমাইয়া ইবন খালাফ	৩১২
অন্যান্য কুরাইশ নেতাদের মৃত্যু	৩১৫
যুদ্ধের অব্যবহিত পর	৩১৬
মদীনায় বিজয়সংবাদ প্রেরণ.....	৩১৮
বদর পরবর্তী মক্কা: শোক ও গ্লানি.....	৩২০
আবু লাহাবের মৃত্যু.....	৩২০
শোক পালনে নিষেধাজ্ঞা.....	৩২১
গনিমাহ: বিরোধ ও বিধান.....	৩২২
যুদ্ধবন্দি	৩২৪
কটুক্তিকারীদের পরিণতি	৩২৬
কী ছিল তাদের অপরাধ?.....	৩২৭
যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান.....	৩৩২
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের ﷺ মর্যাদা.....	৩৩৩
বদর যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব	৩৩৩
মুনাফিকদের উত্থান	৩৩৩
গুপ্তহত্যার চেষ্টা	৩৩৪
বদর যুদ্ধের শিক্ষা	৩৩৫
ছয় বছর পর.....	৩৪১

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর নগণ্য কিছু বান্দাকে তাঁর শ্রেষ্ঠতম বান্দার জীবনকথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন এমন একজন, চৌদ্দশ বছর পরেও যাকে নিয়ে মুগ্ধতা এতটুকু কমেনি। যারা তাকে জেনেছে, তারা তাঁকে ভালোবেসেছে; যত বেশি জেনেছে, তত বেশি ভালোবেসেছে। যারা তাঁকে জানেনি, তাঁরা ভালোবাসার নদী দেখলেও মহাসমুদ্র দেখেনি। না-দেখেও যাকে পৃথিবীর মানুষ সবচাইতে বেশি ভালোবেসেছে, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ।

গল্পের নায়কদের কথা মানুষ খানিক বাদেই ভুলে যায়, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের প্রভাব টিকে থাকে বড়জোর কয়েকটা বছর, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একজন যাকে এত বছর পরেও লোকেরা ভালোবাসে, তাঁর অনুসরণ করে, তাঁর সম্মানে নিজের জীবন দিয়ে দেয়। জীবদ্দশায় আবু জাহেলরা তাঁকে ভয় করতো, মৃত্যুর পরে আবু জাহেলের উত্তরসূরীরা তাঁর অনুসারীদের ভয় করে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, যে জাতির কাছে ‘মুহাম্মাদ’ ﷺ আছে, সে জাতিকে আজ টং এর মামা থেকে শুরু করে বারাক ওবামা – প্রত্যেকেই দিকনির্দেশনা দিতে ব্যতিব্যস্ত। মুসলিমদের আজকে অমুসলিমরা ইসলাম শেখায়, উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির সবক দেয়। বিষয়টা লজ্জা আর গ্লানির।

আমরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ চিনলেও তাঁকে আমরা জানিনা। জানিনা বলেই তিনি কারো কাছে নিছক একজন ‘ভালো মানুষ’, আর দশজন মনীষির মতো, যারা কিনা কিছু দার্শনিক তত্ত্ব আর নীতিকথা বলে খালাস! কিংবা কারো কাছে তিনি একজন ‘স্বর্ষপ্রচারক’, কিছু ভালো ভালো কাজ করেছেন, এই যা!

কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় হচ্ছে তিনি একজন রাসূল। তিনি একটা গ্লোবাল মিশন নিয়ে এসেছিলেন এবং আমরা সেই মিশনের অংশ। আল্লাহ এই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিকে পাঠিয়েছেন আমাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ে পথ দেখানোর জন্য। তিনি মানুষকে সেই পথ দেখিয়ে গেছেন যে পথ খুঁজে পেতে আমাদের বুদ্ধিজীবী-দার্শনিক-বিজ্ঞানী-আমলারা মাথা কুটে মরে, কিন্তু সমাধান খুঁজে পায় না।

এই সমস্যার একটিই সমাধান। তা হলো রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানা। আর জানার জন্যই তাঁর সীরাহ পড়া। রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর ব্যক্তি জীবন, তাঁর

নবুওয়াত, তাঁর নেতৃত্ব এবং তাঁর চারপাশের মানুষগুলো নিয়ে একটি চমৎকার কাহিনীপ্রবাহ। রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ পড়লে ইনশা আল্লাহ, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের সংকীর্ণ ধারণার দেয়ালগুলো ভেঙে যাবে। রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন সম্পর্কে জানলে, ইসলামবিদ্বেষ্টীদের প্রোপাগান্ডা শুনে আমাদের মনে যে ‘খচখচ’ হয় সেটা দূর হয়ে যাবে, বিইয়নিল্লাহ। আমরা জানব রাসূলুল্লাহ ﷺ কত চমৎকার একজন মানুষ ছিলেন। তিনি কারো মন জয় করতেন, কাউকে রুখে দিতেন, আর কাউকে মোকাবিলা করতেন। নিজের ঘর থেকে শুরু করে যুদ্ধের ময়দান – প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব। যারা তাঁকে ভালোবেসেছে, তাদের জীবন আমূল বদলে গেছে, যে জাতি তাঁর অনুসরণ করেছে, তাদের ভাগ্য বদলে গেছে। এমন একজন মানুষ সম্বন্ধে যদি আমরা না জানি, না মানি, তাহলে তো আমরাই ‘মিস’ করলাম!

আদর্শিক দৈন্যতার কারণে ইতিহাস বলতে হয়তো আমরা ৫২ বা ৭১ এর আগে কিছু চিন্তা করতে পারি না, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের ইতিহাসের সামনে সকল ইতিহাসই ম্লান। পৃথিবীর যত বিপ্লব, তার সবক’টা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কিছু পরিবর্তন করে কয়েক দশক বা সর্বোচ্চ কয়েক শতক পরেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কিন্তু যে বিপ্লবের সূচনা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন, সেটা চলবে ততদিন, যতদিন না মুসলিম জাতির সমগ্র পৃথিবীর উপর বিজয়ী হবে।

বাংলা ভাষায় রাসূলুল্লাহর ﷺ একাধিক সীরাহ থাকা সত্ত্বেও আমরা এই সীরাহতে হাত দিয়েছি মূলত দুটি কারণে। একটা হলো, মুসলিমরা সীরাহকে গল্প হিসেবে পড়ে, কিন্তু সেখান থেকে কিছু শেখে না। এই সমাজের আবু জাহেল কিংবা মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাইদেররকে তারা চিনতে পারে না। এই সীরাহতে প্রায় প্রতিটি ঘটনা থেকে কী শেখার আছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি ভাষাগত। দীর্ঘদিন ধরে ইসলামকে আমাদের দেশের মূলধারার শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ায় ইসলামী সাহিত্যের সাথে সাধারণ মানুষের বেশ দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজগুলোতে যে ধরনের সাহিত্য আমরা পড়েছি, সেগুলোর সাথে ইসলামী সাহিত্যকর্মের ভাষাগত ব্যবধান তৈরি হওয়ায় বরণ্য আলিমদের লেখা বইগুলো পড়েও মানুষ যথাযথভাবে উপকৃত হতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই সীরাহ সেই ব্যবধানকে কমিয়ে আনার প্রয়াস। চৌদ্দশো বছর আগের কথাগুলো যেন আমরা আমাদের পরিস্থিতির সাথে মেলাতে পারি, সেই সময়ের আলোয় নিজেদের দেখতে পারি সে জন্য প্রয়োজন ভাষাগত দেয়ালটি ভেঙে ফেলা। সে উদ্দেশ্যে এই সীরাহতে কাহিনীগুলোকে বর্ণনা করা হয়েছে কিছুটা আধুনিক যুগের ঢঙে, যেন পাঠক স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে নবীজির যুগে প্রবেশ করতে পারে।

এই সীরাহর বিষয়বস্তুগুলো মূলত নেওয়া হয়েছে শাইখ আলি আস-সাল্লাবির রচিত সীরাহ এবং আর-রাহীকুল মাখতুম থেকে। রেইনড্রপস এর ভাইবোনেরা চেয়েছে

সীরাহ নিয়ে কিছু কথা

সীরাহর সংজ্ঞা

সীরাহ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো পথ বা রাস্তা। আরবিতে সাইর মানে হাঁটা, কেউ যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় হেঁটে যায় তখন আরবিতে বলা হয় সাইরতু ফুলান, অর্থাৎ অমুক হাঁটছে।

সীরাহ বলতে এমন একটি পথ বুঝায় যার উপর দিয়ে একজন ব্যক্তি তার জীবনভর হেঁটে চলে। হান্স ডিকশনারিতে (Dictionary of Modern Written Arabic by Hans Wehr) সীরাহর যে সব অর্থ দেওয়া হয়েছে তা হলো: আচার-ব্যবহার, চালচলন, মনোভাব, জীবনযাত্রার ধরন, সামাজিক অবস্থা, প্রতিক্রিয়া, কাজকর্মের ধরন ও জীবনী—এই সবগুলোই সীরাহ এর অন্তর্ভুক্ত। সীরাহ বলতে শুধুমাত্র মুহাম্মাদের ﷺ জীবনী বোঝায় না বরং তা দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির জীবনীকেই বোঝানো হয়। কিন্তু মুহাম্মাদের ﷺ এর জীবনীর সাথে সীরাহ শব্দটি এত বেশি ব্যবহার করা হয়েছে যে, সীরাহ বলতে অধিকাংশ সময় নবীজি মুহাম্মাদের ﷺ জীবনীকেই বোঝানো হয়। সীরাহ বলতে যেহেতু যেকোনো ব্যক্তির জীবনচরিতকে বোঝায় তাই আবু বকরের ﷺ সীরাহ, উমারের ﷺ সীরাহ – এভাবে বললেও ভুল হবে না।

সীরাহ অধ্যয়ন করার গুরুত্ব

১) ইসলামের ইতিহাস জানা

রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনকে ঘিরেই ইসলামের ইতিহাস। তাঁর জীবন অধ্যয়নের মাধ্যমেই ইসলামের আসল ইতিহাস জানা যাবে, অর্থাৎ তাঁর পুরো জীবনকাল হলো ইসলামের ইতিহাস জানার একটি উপযুক্ত মাধ্যম। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতিগুলো জানা বর্তমান সময়ের দাওয়াতি কাজের জন্য খুবই জরুরি। রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ অধ্যয়ন তাই নিছক একজন ব্যক্তির জীবন নিয়ে আলোচনা নয় বরং রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ হলো মুসলিম জাতির ইতিহাস, দ্বীন ইসলামের ইতিহাস।

নুনিয়াতেই জান্নাতের সুখবরপ্রাপ্ত ১০ জন আশরা-ই-মুবাশশারাহর একজন হলেন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস ﷺ। তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ ইবন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস ﷺ বলেন, আমাদের পিতা (সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস) রাসূলুল্লাহর ﷺ পরিচালিত যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন, তিনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ পড়ানোর সময় বলতেন, এগুলো হলো তোমাদের বাপ-দাদাদের ঐতিহ্য, কাজেই এগুলো নিয়ে সজ্ঞানো করো।' তাঁরা সীরাহকে মাঘাযি বলে অভিহিত করতেন, মাঘাযি মানে যুদ্ধ

আক্ষরিক অর্থের উপর আমল করা শুরু করে দিলেন। তিনি তাঁর বালিশের নিচে একটি সাদা সুতা ও একটি কালো সুতা রাখলেন। এরপর তিনি খেলেন। তারপর আবার বালিশ সরিয়ে দেখলেন যে সুতা দুটির মাঝে পার্থক্য করা যায় কি না। যখন তিনি দেখলেন যে, সুতার রঙে কোনো পরিবর্তন আসেনি তখন আবার খাওয়া শুরু করলেন। এরকম করে অনেকক্ষণ চলতে লাগল অবশেষে তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বললেন। সব শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে ফেললেন এবং বললেন যে, ‘এই আয়াতের মানে এই নয় যে তুমি সুতার দিকে তাকিয়ে থাকবে, বরং সাদা সুতা বলতে এখানে দিগন্তে উত্তীর্ণ সূর্যের প্রথম আলোকে বোঝানো হচ্ছে।’ অর্থাৎ আয়াতটির বাস্তব প্রয়োগ কী রকম হবে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সাহাবীকে ﷺ শিখিয়ে দিলেন। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কীভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে তা নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণের ﷺ জীবন থেকে জানা সম্ভব।

৬) সীরাহ অধ্যয়ন একটি ইবাদাত

সীরাহ বিনোদনের জন্য নয়, এটি একটি ইবাদাত। তাই সীরাহ অধ্যয়নের জন্য আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। যে জমায়েতে রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ অধ্যয়ন করা হয়, সে জমায়েত আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জমায়েত, আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার জমায়েত। আর যে জমায়েতে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা হয়, ফেরেশতারা সে জমায়েত ঘিরে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

“বল, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’” (সূরা আলে ইমরান, ৩: ৩১)

৭) মুসলিম হিসেবে নিজেদের পরিচয় গড়ে তোলা

বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী একটি অপসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যা জোর করে সবার উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শক্তি প্রয়োগ করে হলেও এই অপসংস্কৃতি গ্রহণে বিশ্ববাসীকে বাধ্য করা হচ্ছে। থমাস ফ্রাইডম্যান আমেরিকার একজন বিখ্যাত লেখক, নিউইয়র্ক টাইমসে লেখালেখি করেন। তিনি বলেছেন, ‘পুঁজিবাদী অর্থনীতির পেছনে রয়েছে একটি অদৃশ্য কালো হাত। ম্যাকডোনাল্ড বার্গারকে আপনার ঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চাই ম্যাকডোনাল্ড ডগলাসের জঙ্গিবিমান F-15!’ অন্যভাবে বলা যায় যে, এই অপসংস্কৃতি মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। কারো পছন্দ-অপছন্দকে এই অপসংস্কৃতি কোনো রকম তোয়াক্কা করে না। হয় ম্যাকডোনাল্ড বার্গার কিনে খাও, নতুবা ম্যাকডোনাল্ড ডগলাসের জঙ্গিবিমান F-15 তোমার আকাশসীমানায় হাজির হবে। এটি এমন একটি সংস্কৃতি যা কিনা ভিন্নমত একদমই সহ্য করতে পারে না। এটি দুনিয়ার বুক থেকে অন্য সব মতাদর্শকে উপড়ে ফেলতে চায়। আলেকজান্ডার সলযেনিতসিন নামক একজন বিখ্যাত রাশিয়ান ইতিহাস

প্রাক কথন: নবুওয়াত পূর্ববর্তী আরব

সীরাহ লেখকগণ সাধারণত নবীজির ﷺ জন্মের সময়কাল থেকে সীরাহ শুরু করেন না, বরং এই মিল্লাতের পিতা ইবরাহীমের ﷺ ঘটনা দিয়ে শুরু করেন। আর শুরুতেই থাকে ইবরাহীম ﷺ কর্তৃক স্ত্রী হাজেরা ﷺ ও পুত্র ইসমাঈলকে ﷺ মক্কায় রেখে আসার কাহিনি। এই বইতেও সেই রীতি অনুসরণ করা হবে।

ইবরাহীমের ﷺ কাহিনি

যমযম কূপের উদ্ভব

ইবরাহীম ﷺ তাঁর স্ত্রী হাজেরা ﷺ ও সদ্যজাত পুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে হিজায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি তাদেরকে যে জায়গাটিতে নিয়ে যান সে জায়গাটিই এখন মক্কা নামে পরিচিত। ওই সময় মক্কা ছিল জনমানবশূন্য। তবে যে স্থানে কাবা নির্মাণ করা হয়েছিল তা সৃষ্টির শুরু থেকেই পবিত্র ছিল। ইবরাহীম ﷺ তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে অল্প কিছু পানি ও এক থলে খেজুরসহ সেই নিরিবিলি জায়গায় রেখে আসেন। তারপর কিছু না বলেই সেখান থেকে উল্টো পথে হাঁটা শুরু করেন।

হাজেরা ﷺ বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর স্বামী তাদেরকে রেখে যাবেন, কিন্তু তিনি এটা আশা করেননি যে এরকম জনমানবহীন মরুভূমির মাঝে তিনি তাদেরকে এভাবে ফেলে চলে যাবেন। তিনি স্বামীর পিছে পিছে গিয়ে প্রশ্ন করেন, ‘ইবরাহীম, আপনি কি আমাদেরকে এখানে ফেলে রেখে যাচ্ছেন? এখানে না আছে কোনো জনবসতি, না কোনো ফল-ফসল!’

ইবরাহীম ﷺ চুপ করে রইলেন।

তাঁর স্ত্রী আবারও একই প্রশ্ন করলেন, ইবরাহীম ﷺ কোনো উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করা হলো। তখনও তিনি নিশ্চুপ।

হাজেরা ﷺ প্রশ্ন করলেন, ‘তবে কি আল্লাহ তাআলা আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন?’

এবার উত্তর এল, ‘হ্যাঁ।’

হাজেরা ﷺ বললেন, ‘তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ তাআলাই আমাদের দেখাশোনা করবেন। তিনি আমাদের কখনোই অবহেলা করবেন না।’

হাজেরা ﷺ জানতেন, যদি আল্লাহ তাআলার আদেশে ইবরাহীম ﷺ তাদেরকে এমন জনমানবহীন অঞ্চলেও রেখে যান, তবুও দুশ্চিন্তার কিছু নেই, কেননা আল্লাহ তাআলা

এই আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলার উপর তাঁর এই বিশ্বাস আছে যে আল্লাহ তাআলাই তাঁকে দেখে রাখবেন। যদি সে আদেশ হয় এরকম নিরিবিলি স্থানে একাকী বসবাস করা, তবে সেখানেও আল্লাহর হেফাজতের চাদর তাদের ঘিরে রাখবে।

ইবরাহীম ﷺ চলে গেলেন। তিনি অনেক দূরে চলে গেলেন, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে আর দেখা যাচ্ছিল না। তখন কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে একটি দুআ করেন। এই চমৎকার দুআটি আছে কুরআনের সূরা ইবরাহীমে,

“হে আমাদের রব, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিহিতে অনুর্বর উপত্যকায় আবাদ করেছি। হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম রাখে। আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং তাদেরকে রিযিক প্রদান করুন ফল-ফলাদি থেকে, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।” (সূরা ইবরাহীম, ১৪: ৩৭)

Maslow's hierarchy of needs নামে একটি তত্ত্ব আছে যেখানে মানুষের বিভিন্ন চাহিদাকে একটি পিরামিড আকারে দেখানো হয়েছে। এই পিরামিডের সবচেয়ে নিচের স্তরে আছে মানুষের শারীরবৃত্তীয় চাহিদা। অর্থাৎ এই তত্ত্ব অনুসারে শারীরিক চাহিদা (যেমন খাদ্যগ্রহণ) মানব জাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। গুরুত্বের দিক থেকে এর পরে আছে যথাক্রমে সামাজিক চাহিদা (সমাজবদ্ধ হয়ে থাকা), আধ্যাত্মিক চাহিদা (ধর্মচর্চা) এবং পিরামিডের চূড়ায় আছে আত্মোপলব্ধি; নিজের সম্ভাবনা ও প্রতিভাকে অবিস্কার করে তা বিকশিত করতে ধাবিত হওয়া (*self-actualization*)। মাসলোর এই তত্ত্ব অনুযায়ী বলতে হয়, একজন মানুষ প্রথমে তার শারীরবৃত্তীয় চাহিদা পূরণ করতে সচেষ্ট হবে, তারপর দলবদ্ধ হয়ে থাকতে শুরু করবে, এরপর ধর্মের খোঁজ করবে এবং অবশেষে সে নিজস্ব স্বকীয়তা ও সৃষ্টিশীলতার সন্ধান করতে শুরু করবে।

কিন্তু ইবরাহীমের ﷺ দুআতে তত্ত্বের এই পিরামিডটিকে সম্পূর্ণ উল্টো রূপে দেখা যায়। তিনি তাঁর পরিবারের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে প্রথমেই যা চেয়েছেন তা হলো—লি ইউকীমুস স্বলাহ—যেন তারা সালাত কায়েম করে। অর্থাৎ তিনি প্রথমে অগ্রাধিকার দিয়েছেন আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের প্রতি। এরপর তিনি দুআ করেছেন, কাজ আল আফ-ইদাতাম মিনান নাস—আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন। এখানে তিনি তাঁর পরিবারের জন্য মানুষের অন্তরে ভালোবাসা গড়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে অনুরোধ করেছেন। এটি হলো তাঁর পরিবারের জন্য সামাজিক চাহিদা। সবশেষে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে যা চাইলেন তা হলো রিক্ক অর্থাৎ তাদের শারীরবৃত্তীয় চাহিদাপূরণ—ওয়ারযুকুহুম মিনাস সামারাত—তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুজি দান করুন। তবে এখানে এটাও লক্ষণীয়, ইবরাহীম ﷺ তাঁর দুআর শেষ অংশে শুধুমাত্র রুজির ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেননি বরং এর সাথে ইবাদাতের ব্যাপারটিও যুক্ত করে দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, লা আক্কাহম ইয়াশকুরুন—যেন, তারা শুকরিয়া আদায় করে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সীরাহ

শেষ খণ্ড

সূচিপত্র

মদীনায় নতুন শত্রু.....	১
ইহুদিদের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম	৩
মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ তৈরির চেষ্টা.....	৩
দ্বীন ইসলাম নিয়ে বিদ্রূপ ও ঠাট্টা-তামাশা	৫
রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে বেয়াদবি	৬
ইহুদিরা ছিল মুনাফিকদের আধ্যাত্মিক গুরু.....	৭
ইসলামী দাওয়াহর বিরোধিতা.....	৮
বনু কায়নুকার বিরুদ্ধে অভিযান.....	৯
কথার যুদ্ধ, মিডিয়ায় যুদ্ধ.....	১৩
কাব ইবন আশরাফ: কাফির মিডিয়ায় মুখপাত্র.....	১৪
বদর এবং উহুদের মধ্যবর্তী সামরিক কর্মকাণ্ড.....	২০
সামরিক অভিযানগুলোর উদ্দেশ্য	২২
সাহাবিদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক.....	২২
উহুদের যুদ্ধ.....	২৪
প্রেক্ষাপট.....	২৪
কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতি	২৫
রাসূলুল্লাহর ﷺ পাল্টা পরিকল্পনা.....	২৬
ময়দানের উদ্দেশ্যে যাত্রা	২৯
যুদ্ধে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা: মুনাফিক বনাম মু'মিন	২৯
সেনাদের উদ্দেশ্যে নবীজির ﷺ বক্তব্য.....	৩১
যুদ্ধের আগের মুহূর্তগুলো.....	৩২
কুরাইশদের কূটচাল.....	৩২
শুরু হলো যুদ্ধ.....	৩৪
যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুসলিমরাই ছিল এগিয়ে.....	৩৫
হঠাৎ বিপর্যয়.....	৩৭
পাহাড়সম দৃঢ়তা!.....	৩৯
রাসূলুল্লাহকে ﷺ ঘিরে সাহসী সাহাবিরা	৪১
দুঃপরবর্তী বাকযুদ্ধ	৪৩
কুরআনের চোখে উহুদের বিপর্যয়	৪৪
উহুদের শহীদেরা	৪৫
হামযাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব ﷺ	৪৫
মুসআব ইবন উমাইর ﷺ.....	৪৮
সাদ ইবন আর-রাবী ﷺ	৪৯
আবদুল্লাহ ইবন জাহশ ﷺ	৫০

খাইসামা আবু সাদ ❀.....	৫১
ওয়াহাব আল মুযানী ❀ এবং তাঁর ভাতিজা ❀	৫২
আমর ইবন আল জামূহ ❀	৫৩
হানযালা ইবন আবি আমীর ❀: ফেরেশতারা গোসল দিল যাকে	৫৪
আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম ❀	৫৬
শাহাদাতের মর্যাদা	৫৬
স্নায়ু যুদ্ধ: হামরা আল-আসাদ.....	৬১
উহদের যুদ্ধবন্দী	৬৩
শেষ ভালো যার, সব ভালো তার.....	৬৪
উহদের যুদ্ধে মু'জিয়া	৬৬
উহদের যুদ্ধে নারীদের ভূমিকা	৬৮
সাহাবিয়াতদের অপরিসীম ধৈর্য্য	৭০
সাফিয়া বিনত আল-মুত্তালিব ❀	৭০
হামনাহ বিনত জাহশ ❀	৭১
আদ দিনারিয়া ❀.....	৭২
উহদের শিক্ষা.....	৭২
উহদ থেকে খন্দক	৯০
বনু আসাদের সাথে যুদ্ধ.....	৯০
খালিদ ইবন সুফিয়ানি আল-হুযালিকে হত্যা	৯০
আর-রাযীর মিশন: একটি মর্যাদাসিক ঘটনা	৯২
বীর মাউনার হত্যাকাণ্ড	৯৬
কিছু টুকরো ঘটনা.....	১০০
উম্মুল মাসাকীনের সাথে বিয়ে	১০০
উম্ম সালামার ❀ সাথে বিয়ে	১০১
ইমাম হাসানের জন্ম.....	১০২
যাইদ ইবন সাবিতের ভাষাশিক্ষা.....	১০৩
বনু নাযিরের যুদ্ধ	১০৩
সূত্রপাত	১০৪
হত্যাচেষ্টা	১০৪
দশ দিন পর.....	১০৬
শিক্ষা	১০৭
যাত আর-রিকার যুদ্ধ	১১৩
সালাতুল খওফ	১১৩
কুরআনের প্রতি ভালোবাসা: আব্বাদ ইবন বিশর ❀.....	১১৪
রাসূলুল্লাহ ❀ যখন বন্ধুঃ একজন তরুণ সাহাবির সাথে রাসূলুল্লাহর ❀ কথোপকথন	১১৫
বদরের দ্বিতীয় যুদ্ধ: বদর আল-মাউইদ	১১৭
দাউমাতুল জান্দাল	১১৮

অভিযানে মুসলিমদের অর্জন	১১৯
বনু আল-মুস্তালিকের যুদ্ধ	১২০
রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে জুয়াইরিয়্যাহর ﷺ বিয়ে	১২০
মুরাইসী থেকে ফেরার পথে: অনৈক্য তৈরির অপচেষ্টা	১২১
ইফকের ঘটনা	১২৫
ইফকের ঘটনা থেকে শিক্ষা	১৩১
খন্দকের যুদ্ধ	১৩৫
যুদ্ধের কারণ	১৩৫
মুসলিম পক্ষ	১৩৬
পরিখা খনন	১৩৬
দ্বন্দ্বযুদ্ধ: আলী ﷺ বনাম আমর ইবন আব্দ আল-উদ	১৩৯
বিপদের প্রথম কালো মেঘ: ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা	১৪০
সংকটের কালো মেঘের ঘনঘটা: মুনাফিকদের পিছুটান	১৪১
একের পর এক আক্রমণ	১৪৪
কূটনৈতিক যুদ্ধ	১৪৪
আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম সাহায্য: নুআইম ইবন মাসউদ ﷺ	১৪৬
গাতফানের সাথে চুক্তি ও নুআইমের ঘটনা থেকে শিক্ষা	১৪৯
আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় সাহায্য: ঝড়ো বাতাস	১৪৯
জোটবাহিনীর প্রস্থান	১৫০
হুযাইফার ﷺ ইন্টেলিজেন্স অপারেশন থেকে শিক্ষা	১৫২
খন্দকের যুদ্ধে অলৌকিক ঘটনা	১৫৩
খন্দকের যুদ্ধ থেকে শিক্ষা	১৫৬
বনু কুরায়যার অভিযান	১৫৭
অবরোধের সিদ্ধান্ত	১৫৮
সাদ ইবন মুয়াযের ﷺ দুআ	১৬০
বিচারের রায়	১৬১
বিশ্বাসঘাতক দুই ইহুদি শীর্ষনেতার শেষ মুহূর্ত	১৬২
বনু কুরায়যার পরিণতি	১৬৩
বনু কুরায়যার সম্পদ বণ্টন	১৬৫
বনু কুরায়যার ঘটনা থেকে শিক্ষা	১৬৬
সাদ ইবন মুয়াযের ﷺ মর্যাদা	১৭০
খন্দক থেকে হুদাইবিয়া	১৭৩
খন্দক যুদ্ধের প্রভাব	১৭৩
যাইনাবের ﷺ সাথে বিয়ে	১৭৪
কে ছিলেন যাইদ ইবন হারিসা ﷺ	১৭৫
যাইদ-যাইনাবের ﷺ সংসার ও বিচ্ছেদ	১৭৭

জাহিলিয়াতি আরবে সন্তান দত্তকের ধারণা	১৭৭
একটি সামাজিক কু-প্রথার পরিসমাপ্তি	১৭৮
যাইনাবের সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ বিয়ে নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষীদের অপপ্রচার	১৭৯
ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত কিছু সারিয়া	১৮০
১) আল-কারতার অভিযান	১৮০
২) আল-খাবত অভিযান	১৮১
৩) আবু রাফে: পাঁচ সাহাবির ﷺ দুঃসাহসী অপারেশন	১৮২
৪) আল-গাবার অভিযানঃ পদাতিক সৈনিক সালামাহ ইবন আল-আকুওয়ার বীরত্ব	১৮৫
৫) উরাইনার রাখালদের কাহিনিঃ কুরয ইবন জারির আল-ফিহরীর অভিযান	১৯১
৬) বনু কালবের বিরুদ্ধে অভিযান	১৯৪
অন্যান্য কিছু অভিযান	১৯৪
হুদাইবিয়ার সন্ধি	১৯৬
রাসূলুল্লাহর ﷺ স্বপ্ন	১৯৬
মক্কার পথে যাত্রা	১৯৬
দুই পক্ষের মধ্যে দূত প্রেরণ	১৯৯
মুসলিমদের প্রথম দূত: খাররাশ ইবন উমাইয়্যাহ	১৯৯
মুসলিমদের দ্বিতীয় দূত: উসমান ইবন আফফান ﷺ	২০০
কুরাইশদের পক্ষ থেকে প্রেরিত বুদাইল ইবন ওয়ারকা	২০১
মিখরাজ ইবন হাফস	২০২
হুলাইস ইবন আলকামাহ	২০২
উরওয়া ইবন মাসউদ	২০৩
সংঘর্ষের ঘটনা	২০৮
বাইয়াতুর রিদওয়ান	২০৮
বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ নেওয়া সাহাবিদের মর্যাদা	২১০
সমঝোতার পথ	২১১
সন্ধির শর্তাবলি	২১৩
আবু জান্দালের ﷺ নাটকীয় আগমন	২১৪
ইসলামের প্রথম গেরিলা যোদ্ধা: আবু বাসীর ﷺ	২১৭
হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে শিক্ষা	২২১
আবু বাসীরের ﷺ ঘটনা থেকে শিক্ষা	২২৩
বিবিধ শিক্ষা	২২৪
কুরআনের চোখে হুদাইবিয়ার সন্ধিঃ সূরা ফাতহ	২২৫
খাইবারের যুদ্ধ	২৩১
প্রেক্ষাপট	২৩১
অভিযানের সূচনা	২৩১
মুখোমুখি মুসলিম এবং খাইবারের ইহুদিরা	২৩৩

খাইবারের কিছু ঘটনা	২৩৬
১) আল্লাহর সাথে সততাঃ নাম-না-জানা এক বেদুইনের গল্প	২৩৬
২) নাম-না-জানা এক আবিসিনিয়ান রাখালের গল্প	২৩৭
৩) যুদ্ধের ময়দানের একজন হিরো, আখিরাতে খাতায় যার প্রাপ্তি শূণ্য	২৩৭
৪) আবু ইয়াসার কা'ব ইবন আমরের ❀ কাহিনী	২৩৮
৫) আল্লাহর রাসূলের ❀ জন্য ভালোবাসাঃ উমাইয়্যা বিনত আবি আস-সালতের ❀ কাহিনী ...	২৩৮
৬) আল্লাহর রাসূলকে ❀ হত্যার চেষ্টা	২৪১
খাইবারের যুদ্ধ থেকে শিক্ষা	২৪১
খাইবার যুদ্ধের ফলাফল	২৪৩
সাফিয়া বিনত হুয়াইয়ের ❀ সাথে নবীজির ❀ বিয়ে	২৪৬
মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন	২৪৯
আল-হাজ্জাজ ইবন ইলাত আস-সালামির ❀ ঘটনা	২৫১
খাইবার পরবর্তী সামরিক অভিযান	২৫৩
উমরাতুল কাযা	২৫৭
সাবধানতা অবলম্বন	২৫৮
সাহাবিদের নিয়ে রাসূলুল্লাহর ❀ উমরা সম্পাদন	২৫৯
মাইমুনা বিনত আল-হারিসের ❀ সাথে রাসূলুল্লাহর ❀ বিয়ে	২৬০
হামযা-কন্যাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি	২৬১
অন্ধকার থেকে আলোর পথে	২৬১
আমর ইবন আল আসের ❀ ইসলাম গ্রহণ	২৬২
খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদের ❀ ইসলাম গ্রহণ	২৬৪
মু'তার যুদ্ধ	২৬৯
প্রেক্ষাপট	২৬৯
আর্মীর নির্বাচন	২৭০
যুদ্ধের ময়দানে	২৭১
যুদ্ধ শুরু হলো	২৭৩
খালিদ ইবন ওয়ালিদের ❀ নেতৃত্বগ্রহণ	২৭৫
মুসলিম বাহিনীর প্রত্যাবর্তন	২৭৬
তিন আর্মীরের মর্যাদা	২৭৮
যাতুস সালাসিলের অভিযান	২৭৯
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূলের S চিঠি	২৮২
রোমান শাসকের কাছে চিঠি	২৮২
পারস্য সম্রাটের কাছে চিঠি	২৮৭
আল মুকাওকিসের নিকট চিঠি	২৮৯
চিঠিগুলোর তাৎপর্য	২৯০
১) আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলামী শক্তির উত্থান	২৯০

২) কাফির নেতৃবৃন্দের প্রতি মনোভাব	২৯১
মক্কা বিজয়	২৯২
হুদাইবিয়ার চুক্তিভঙ্গ: প্রেক্ষাপট	২৯২
কুরাইশদের পক্ষ থেকে সন্ধি নবায়নের প্রচেষ্টা	২৯৪
অভিযানের প্রাক্কালে	২৯৬
মক্কার অভিমুখে অগ্রযাত্রা	২৯৯
পরবর্তী গন্তব্যঃ মক্কা	৩০৩
নিজের দেশে বিজয়ীর বেশে	৩০৫
সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা এবং বাইয়াত গ্রহণ	৩০৮
কালো তালিকা	৩১০
মক্কার পবিত্রতা ঘোষণা	৩১৩
বিশৃঙ্খলা দমন	৩১৪
আনসারদের সংশয়ঃ কোথায় থাকবেন আল্লাহর রাসূল ﷺ	৩১৪
কুরাইশ নেতাদের ইসলাম গ্রহণ	৩১৫
সুহাইল ইবন আমর ﷺ	৩১৫
সাফওয়ান ইবন উমাইয়া ﷺ	৩১৬
ইকরিমা ইবন আবু জাহল ﷺ	৩১৭
বনু জাদীমার অভিযানে খালিদ ইবন ওয়ালিদের ﷺ ভুল ও প্রাপ্ত শিক্ষা	৩১৯
মূর্তি ভাঙার অভিযান	৩২১
উযযা ধ্বংস	৩২১
মানাত ধ্বংস	৩২২
সুওয়া ধ্বংস	৩২২
মক্কা বিজয় থেকে শিক্ষা	৩২৩
হুদুদ, ইসলামের সাম্য এবং শারীয়াহ	৩২৩
হিজরত এবং জিহাদ	৩২৫
বিজয়ের আগের ও পরের মুসলিমরা সমান নয়	৩২৬
হনাইনের যুদ্ধ	৩২৮
প্রেক্ষাপট	৩২৮
দুই শিবিরে যুদ্ধের প্রস্তুতি	৩২৯
তথ্য ও অস্ত্র সংগ্রহ	৩৩১
ময়দানে মুখোমুখি দুই দল	৩৩২
হনাইনের যুদ্ধে কিছু ঘটনা	৩৩৪
তাইফের অবরোধ	৩৩৮
অবরোধ প্রত্যাহার	৩৪০
হনাইনের যুদ্ধ থেকে শিক্ষা	৩৪১
হনাইনের গণীমতঃ সম্পদ নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ	৩৪৩

খারিজীদের শেকড়	৩৪৭
হাওয়াযিন গোত্রের ইসলাম গ্রহণ	৩৪৯
কাব ইবন যুহাইরের ❀ ইসলাম গ্রহণ	৩৫১
উরওয়া ইবন মাসউদের ❀ ইসলাম গ্রহণ	৩৫১
তাবুকের যুদ্ধ	৩৫৩
পটভূমি	৩৫৩
কুরআনের চোখে তাবুকের যুদ্ধ	৩৫৬
জিহাদের প্রতি অনীহা অন্তরের একটি রোগ	৩৫৬
জিহাদ পরিত্যাগের পরিণতি	৩৫৭
সাহাবিদের উপলব্ধি	৩৫৮
মুনাফিকদের নির্লিপ্ততা বনাম মু'মিনদের উদ্দীপনা	৩৫৯
তাবুকের যুদ্ধের অর্থায়ন	৩৬৫
দ্বীন নিয়ে হাসি ঠাট্টাঃ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নাকি কুফরি করার স্বাধীনতা	৩৬৭
যুদ্ধের ময়দানে	৩৬৯
ধ্বংসপ্রাপ্ত কাফির জাতিগুলোর প্রতি মুক্ততা নয়, করুণা	৩৭০
তাবুকের যুদ্ধে কিছু টুকরো ঘটনা	৩৭২
মাসজিদ আদ-দ্বিরার	৩৭৬
মুনাফিকদের মাসজিদ	৩৭৬
মসজিদ আল-দ্বিরারের ঘটনা থেকে শিক্ষা	৩৭৮
তাবুকের অভিযান থেকে শিক্ষা	৩৭৯
পেছনে থেকে একজন যাওয়া মু'মিনঃ কা'ব ইবন মালিকের ❀ ঘটনা	৩৭৯
কা'ব ইবন মালিকের ❀ ঘটনা থেকে শিক্ষা	৩৮৬
হিজরী ৯ম বর্ষের ঘটনাপ্রবাহ	৩৯৪
মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই এর মৃত্যু	৩৯৪
আল্লাহর রাসূল ❀ ও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে একটি ঘটনা	৩৯৬
মুশরিকদের সাথে বারাহ ঘোষণা এবং জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়	৩৯৯
আরবগোত্রগুলোর প্রতিনিধি প্রেরণ	৪০১
সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল	৪০২
বনু তামীম থেকে আগত প্রতিনিধিদল	৪০৩
আব্দ-কাইসের প্রতিনিধিদল	৪০৩
বনু হানীফার প্রতিনিধিদল	৪০৪
নাজরান থেকে প্রতিনিধিদল	৪০৫
বনু সাদ ইবন বাকর গোত্র থেকে প্রতিনিধি	৪০৬
আদী ইবন হাতিমের ❀ কাহিনী	৪০৭
ইয়েমেনের আজদ থেকে আগত প্রতিনিধিদল	৪১০
ইয়েমেনের অধিবাসীদের প্রতি দাওয়াহ	৪১১

হামদান গোত্রের ইসলাম গ্রহণ	৪১৩
আরবে স্থিতিশীলতা অর্জন	৪১৪
বিদায় হজ্জ	৪১৬
রাসূলুল্লাহর ﷺ হজ্জ	৪১৬
বিদায় হজ্জের ভাষণ থেকে শিক্ষা	৪২০
আল্লাহর রাসূলের ﷺ দুআ	৪২১
'আমি যার মাওলা, আলী ﷺ তার মাওলা'	৪২১
উসামা ইবন যায়দের ﷺ নেতৃত্বে অভিযান	৪২২
জীবনসায়াকে রাসূলুল্লাহ ﷺ	৪২৪
বিদায়বেলা	৪২৭
উম্মাহর জীবনে বিষাদতম দিন	৪৩১
রাসূলুল্লাহর ﷺ দাফন	৪৩৬
শেষ কথা	৪৩৯

মদীনায় নতুন শত্রু

বদর যুদ্ধের পর মুনাফিকদের সাথে আরও একটি দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা হলো ইহুদি। মদীনার নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য ইহুদিরা একটা স্বতন্ত্র প্রতিপক্ষ ছিল।

ইহুদিদের সাথে মুসলিমদের এই বিরোধ জাতিগত বিদ্বেষঘটিত কিছু নয়। এই বিরোধ ‘আরব বনাম ইহুদি’ বিরোধও নয়, বরং এই বিরোধ বিশ্বাসের বিরোধ, এই বিরোধ আদর্শিক দ্বন্দ্ব থেকে উৎসারিত বিরোধ। মুসলিম উম্মাহর একটা বড় অংশ শুরুতে জাতিগতভাবে ইহুদিই ছিল। মুসলিমরা একটি বিশ্বাসভিত্তিক জাতি। আরব, বাঙালি, ভারতীয়, আফ্রিকান বা ইউরোপিয়ান, জাতিপরিচয় (Ethnicity) যা-ই হোক -- যে কেউই মুসলিম হতে পারে, শুধু তাদের ঈমানের কালিমায় বিশ্বাস এবং সে অনুসারে আমল করতে হবে। কিন্তু ইহুদিদের ক্ষেত্রে তেমন নয়। ইহুদি ধর্মের (Judaism) অনুসারী হতে হলে ইহুদি জাতিরও সদস্য অর্থাৎ জাতিগতভাবেও ইহুদি (Ethnically Jewish) হতে হবে। আগে এমনটা ছিল না। একটা সময় ইহুদিধর্মও ছিল একটি বিশ্বাসভিত্তিক ধর্ম। ইহুদি জাতি না হয়েও একজন মানুষ ইহুদিধর্ম গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু এখন সেরকম নেই। এখন তারা তাদের ধর্মকে নিজস্ব জাতিসত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। তাই কেউ চাইলেই ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করতে পারে না, বরং তাকে জন্মগতভাবে ইহুদি জাতির হতে হবে।

ইহুদিদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক কেমন হবে তা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বে (Ethnic superiority) মুসলিমরা বিশ্বাস করে না। বংশ, গোত্র, জাতিপরিচয় বা রক্তের কারণে কারো ওপর মিছে শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করা মুসলিমদের জন্য শোভনীয় নয়, কেননা আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, একজন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব হলো তার ওয়াক্ত। নিছক বিরুদ্ধাচারিতা করাও উদ্দেশ্য নয়। তবে কোনো ঐতিহাসিক বাস্তবতা নিয়ে কথা বলার সময় যা সত্য তা-ই ব্যক্ত করা জরুরি; তা প্রচলিত রাজনৈতিক আদর্শ বা ভাবধারার (Political Correctness) সাথে সংগতিপূর্ণ হোক বা না হোক। প্রচলিত রাজনৈতিক বিশ্বাস ও ব্যবস্থার সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে গিয়ে কুরআন ও সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান বা পরিবর্তন করা যাবে না

মদীনার সনদ ছিল মদীনার মুসলিম, অমুসলিম এবং ইহুদিদের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণকারী একটি সাংবিধানিক দলিল বা আইনি চুক্তিপত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদেরকে মদীনার নাগরিক হিসেবেই গণ্য করতেন আর শুরু থেকে সেভাবেই তাদের সাথে আচরণ করে আসছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে তাঁর কোনো গোপন এজেন্ডা ছিল না। তাদের ব্যাপারে কোনো খারাপ ধারণা বা ঘৃণাও পোষণ করতেন না। সত্যি বলতে, আহলে কিতাব হিসেবে মুশরিকদের চাইতে তাদেরকে বরং মুসলিমদের

ভাবা হতো। অথচ তারাই প্রথমে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। রাসূলুল্লাহর সাথে করা চুক্তি ভঙ্গ করে।

মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ পা ফেলার প্রথম দিন থেকেই ইহুদিরা মনঃক্ষুণ্ণ ছিল। পুরো ব্যাপারটি তারা সহজভাবে মানতে পারেনি। মদীনার দুই শীর্ষস্থানীয় ইহুদি নেতা-- হুয়াই ইবন আখতাব আর আবু ইয়াসির ইবন আখতাবের কথোপকথনে তাদের এ বিদ্বেষ সম্পর্কে আঁচ করা যায়। এ দু'জন ব্যক্তি ছিল যথাক্রমে রাসূলুল্লাহর স্ত্রী সাফিয়ার ﷺ বাবা ও চাচা। তাঁর মুখেই ঘটনাটি শোনা যাক।

‘আমি ছিলাম আমার বাবা ও চাচার সবচেয়ে আদরের, তাঁদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বনু আমর ইবন আউফদের গ্রাম কুবায় এলেন, আমার বাবা ও চাচা সকাল সকালই তাঁর কাছে চলে গেলেন। ফিরে এলেন সেই সূর্যাস্তের সময়। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ঠিকমতো হাঁটতেও পারছিলেন না। কোনোরকমে টলতে টলতে বাড়িতে ফিরলেন। সবসময়ের মতো সেদিনও আমি তাঁদের সাথে দেখা করতে ছুটে গেলাম। কিন্তু ওয়াল্লাহি! কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না! শুনে পেলাম চাচা আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করছেন,

- আচ্ছা, এই কি সেই রাসূল? (যার কথা আমাদের কিতাবে উল্লেখিত আছে?)
- আল্লাহর কসম করে বলছি, তিনিই সেই।
- আপনি কীভাবে এত নিশ্চিত হচ্ছেন? তাঁর বর্ণনা ও চরিত্র দেখে?
- হ্যাঁ, সেসব দেখেই তো বলছি।
- তাহলে, আপনি তাঁর সাথে কেমন সম্পর্ক বজায় রাখতে চান?
- আল্লাহর কসম, যতদিন বেঁচে থাকবো, তাঁর শত্রু হয়ে থাকবো।’

সাফিয়ার (ﷺ) বাবা হুয়াই ইবন আখতাব ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে, মুহাম্মাদই ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। কিন্তু জেনেও তাঁর অনুসারী না হয়ে সে শত্রুতার পথ বেছে নেয়। এর কারণ ছিল আরবদের প্রতি ইহুদিদের প্রচণ্ড হিংসা আর তীব্র বিদ্বেষ। তাদের আশা ছিল, শেষ রাসূল হবেন ইহুদি জাতির মধ্য থেকে। আরবদের মধ্য থেকে শেষ রাসূল এসেছেন, এটা তারা মেনে নিতে পারেনি। এ ঘটনাই তাদের মধ্যে হিংসার জন্ম দেয়। আর এই হিংসা থেকে জন্ম নেয় কুফরি। এমন ভয়ঙ্কর সে কুফরি যে, তারা খোদ রাসূলুল্লাহর ﷺ রিসালাতকেই অস্বীকার করে বসে। এটাই হলো নিকৃষ্ট পর্যায়ের কুফরি; সত্য জেনেও তা অস্বীকার করা। কিছু মানুষ মনে করে ইসলাম সত্য নয়। তাদের কাছে এটা একটা বানোয়াট ধর্ম। তাই তারা ইসলামে বিশ্বাস করে না। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা খুব ভালো করেই জানে ইসলাম হচ্ছে সত্য দীন। তা সত্ত্বেও তারা এই দীনকে প্রত্যাখ্যান করে। হুয়াই ইবন আখতাব ছিল তেমনই এক কাফির।